দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAY 10 1999

পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

লজ্জাকর এবং উদ্বেগজনক

খবরটি যতখানি লজ্জাকর, ঠিক ততখানিই উদ্বেগজনক। এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনের সংবাদ। গত বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে এইচএসসি পরীক্ষা। পাঁচটি শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা। প্রথম দিনের পরীক্ষার যে খবর পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে, তা রীতিমতো চমকে যাওয়ার মতো। বিভিন্ন কেন্দ্রে শুরু হয়েছে নকলের মহোৎসব। নকল হয়েছে দেদার। বলা যায় ফ্রী স্টাইলে। বিভিন্ন কেন্দ্রে ঐ দিন যেন লেগেছিল নকলের জোয়ার। শুক্রবারের জনকণ্ঠের প্রথম খবর ছিল এটাই। খবরটি থেকে জানা যায়, এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে চলেছে নকলের মহোৎসব। রাজধানী ঢাকার বাইরে থেকে জনকণ্ঠের স্টাফ রিপোর্টার এবং সংবাদদাতাদের পাঠানো বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বহু কেন্দ্রেই এই উৎসবের জোয়ার লাগে। যেখানে বাধা দেয়া হয়েছে সেখানেই বেধেছে সংঘর্ষ-- ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ, নকল সরবরাহকারী-পুলিশ সংঘর্ষ। অনেক কেন্দ্রেই ছিল নকল সরবরাহকারীদের দাপট। একটি কেন্দ্রে বহিরাগতরা দাবিও তোলে নকল করতে দিতে হবে। এ দাবিতে গাড়িও ভাংচুর হয়। একাধিক কলেজ কেন্দ্রে ভাংচুর হয়েছে। চলেছে গণটোকাটুকি। নকলের দাবিতে কোথাও কোথাও মিছিলও হয়েছে। অত্যন্ত পরিতাপ ও লজ্জার কথা, কোথাও কোথাও নিকটতম আত্মীয়স্বজনরাও নকল সরবরাহ করেছেন। সব মিলিয়ে এই হচ্ছে এবারের এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনের পরিস্থিতি। এই প্রথম দিনে সারা দেশে পাঁচ সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। আর পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে চলে অভিনব কায়দায় গণটোকাটুকি, নকল সরবরাহকারী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ ইত্যাদি। পরীক্ষার এই দ্বিতীয় দিনে পাঁচ বোর্ডের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে পাঁচ সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী।

নিয়ামত হোসেন

এবারের এসএসসি পরীক্ষায় নকলের যে চিত্রটি দেখা গিয়েছিল, এইচএসসি পরীক্ষার সূচনাতেও দেখা গেল সেই একই চিত্র। নকলের প্রবণতাটি আরও জোরদার হচ্ছে দিন দিন, এবারের এইচএসসি পরীক্ষার সূচনায় যেন তারই আভাস পাওয়া যায়। অথচ ধারণা করা গিয়েছিল, এসএসসির অভিজ্ঞতার আলোকে এবার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং নকলের প্রবণতা কমবে। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিচ্ছে এমন সংবাদও জানা গিয়েছিল। আশাবাদের ভিত্তি ছিল সেটাই। এ ব্যাপারে দৈনিক জনকণ্ঠে সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে একটি সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছিল, গত দু'তিন বছর ধরে দেশের সর্ববৃহৎ পাবলিক পরীক্ষা এসএসসিতে ব্যাপক নকল ও গোলযোগ হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় রয়েছে বিব্রতকর অবস্থায়। এক শ্রেণীর শিক্ষক, অভিভাবক, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাকর্মী জড়িয়ে পড়ছেন নকল সরবরাহের সাথে। শহরের চেয়ে গ্রাম এলাকায় এই অবস্থা ভয়াবহ। জানা গেছে, দেশের অনেক স্থানেই রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্র করা হয়েছে। এ ধরনের কেন্দ্রেই নকল হচ্ছে বেশি। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, এমনকি শহরের অনেক ছেলেমেয়ে এখন গ্রামের কোন কোন স্কুল-কলেজে যাচ্ছে নকল করে কোন রকমে পাস করার জন্য। থানা কেন্দ্রে নকলে বাধা দিতে গিয়ে থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেটসহ অনেক কর্মকর্তা লাঞ্ছিত হয়েছেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অনেক জায়গায় নকল সরবরাহকারীদের আক্রমণের শিকার হয়েছে। যাই হোক, এ সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করেই নকল প্রতিরোধে উদ্যোগ নেয়ার কথা শোনা গেছে। কিন্তু নকল প্রতিরোধ যে এখনও সম্ভব হয়নি, তা এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দুদিনের খবরে বোঝা যায়।

দেশে নকল প্রবণতাটি যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাতে যে কোন সুস্থ সচেতন ব্যক্তি উদ্বেগ বোধ না করে পারবেন না। দিনে দিনে এই অশুভ প্রবণতাটি পরীক্ষা ব্যবস্থাটিকে একটা প্রহসনে পরিণত করার দিকে এগিয়ে নিচ্ছে, গোটা শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রেই এটি উদ্বেগজনক বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কেউ নকল করলে ধরা পড়ছে এবং বহিষ্কৃত হচ্ছে-- ব্যাপারটা শুধু এর মধ্যে সীমিত নেই। নকল করতে দিতে হবে, এই দাবিও চলে এসেছে সামনে। বেশ কিছুকাল ধরেই এই অবস্থা ক্রমে বছর বছর বাড়তে বাড়তে পরিধি এতখানি বিস্তৃত হয়েছে। এর আগের বছরগুলোতেও দেখা গেছে নকলের দাপট। দাবি তোলা হয়েছে নকল করতে দিতে হবে। নকল যারা সাপ্লাই দেয়- তাদের দাবি, নকল সাপ্লাই দেব, কেউ বাধা দিতে পারবে না। বাধা দিলে শিক্ষকদের অপমান করা হচ্ছে। ভাংচুর করা হচ্ছে। নকল করে পাস করার প্রতিযোগিতা চলছে যেন। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে, যেভাবেই হোক নকলের মাধ্যমে পাস করানোর ব্যাপারে কোন কোন অভিভাবকও সচেষ্ট। কোন কোন জায়গায় তাঁদের কেউ কেউ নকল সাপ্লাই দিয়েছেন, অত্যন্ত লজ্জাকর এ সংবাদও জানা গেছে খবরে। আরও দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, দু'একজন শিক্ষকও এই নকল করার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন। এমন খবরও প্রকাশিত হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না এঁরা প্রকৃত অর্থে শিক্ষকের মহৎ আদর্শে উজ্জীবিত নন। এঁরা শিক্ষক নামধারী। সংখ্যায় এঁরা অতি নগণ্য। দেশের অগণিত সৎ দায়িত্বশীল এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষকসমাজ নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন মানুষ গড়ার যে মহৎ আদর্শে, ঐ শিক্ষকরা সে আদর্শের বাইরে। তথাকথিত ঐ শিক্ষকদের কারণেই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশ্রয় পাচ্ছে ফাঁকিবাজি, অনৈতিকতা। প্রশ্রয় পাচ্ছে অসাধুতা। আর যেসব অভিভাবক নকলের কাজে প্রশ্রয় দিচ্ছেন তাঁদের সন্তানদের, তাঁরা বুঝছেন না কী সর্বনাশটাই না তাঁরা করছেন! যারা নকলে সহযোগিতা করছে তারা শুধু নকলের কাজেই অন্যায় করছে তা-ই নয়, তারা প্রকৃত মেধা যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও বাধা সৃষ্টি করছে।

নকল করার প্রবণতাটি যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে ধারণা করা যায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে এর রাশ টানতে না পারলে ভবিষ্যতে এর ব্যাপকতা আরও বাড়বে। এখন নকলের অবস্থা দেখে ধারণা হয়, কেউ কেউ যেন নকল করার বিষয়টিকে একটি বৈধ অধিকার হিসাবে খাড়া করতে চাচ্ছে। বিগত এসএসসি পরীক্ষার অভিজ্ঞতা সুখদায়ক নয়। ঐ পরীক্ষায় বিভিন্ন কেন্দ্রে দেদার নকল হয়েছে। পরীক্ষার প্রথম দিনেই বহিষ্কৃত হয় তিন সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী। তাছাড়া সে সময় ঘটে বহিরাগত ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ, টিএনও-ম্যাজিস্ট্রেটকে লাঞ্ছনার ঘটনা। এসএসসির দ্বিতীয় দিনে নকলের অভিযোগে বহিষ্কৃত হয় দুই সহস্রাধিক শিক্ষার্থী। নকলে সহযোগিতা করার জন্য বহিষ্কৃত হন ২২ শিক্ষকও।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় ঐ এসএসসি পরীক্ষার সময়ে ঘটে যাওয়া সততার এক বিরল দৃষ্টান্তের কথা। অপার আনন্দদায়ক একটি ঘটনার কথা। একজন সত্যিকার আদর্শবান শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের কথা। ঘটনাটি ছিল রাজশাহী অঞ্চলের। সেখানে এক হাইস্কুল কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষা চলাকালে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে একজন শিক্ষক পিতা বহিষ্কার করেন তাঁর নিজের সন্তানকে। ঘটনাটি পত্রিকায় খবর হয়েছিল। সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছিল এই শিক্ষকের নীতিনিষ্ঠতা।

বলার অপেক্ষা রাখে না, এই শিক্ষকের মতো শিক্ষকরাই আমাদের দেশে আজও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এঁদের জন্যই আজও শিক্ষাক্ষেত্রে টিকে আছে আদর্শ, সততা এবং নৈতিকতা। এঁরা অসাধুতাকে প্রশ্রয় দেন না। এঁরা নীতির ব্যাপারে আপোস করেন না। এঁরা নকল করতে দেন না। কিন্তু এঁদের অনেকেই নকলকারী ও নকল সরবরাহকারীদের দৌরাত্ম্যে অসহায় বোধ করেন। এঁদের অনেকে নকলকারীদের হাতে অপমানিতও হয়েছেন। এই শিক্ষকদের নিরাপত্তা, সম্মান এবং মর্যাদা বিন্দুমাত্র যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সেটি সব সময় কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে। নকল করা অপরাধ। সব সময়ই এটা অপরাধ বলে গণ্য হয়েছে। আজও এটা অপরাধ। কিন্তু কেউ কেউ নকল ধরাকেই যেন অপরাধ বলে গণ্য করে। আর সে কারণেই এসব সৎ নির্ভীক শিক্ষকদের কাউকে কাউকে অনেক সময় অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়। আমাদের সমাজে এটাই বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অশুভ প্রবণতাটিকে রুখতে হবে, এটাকে বাড়তে দিলে একদিন শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। আমাদের দেশের শিক্ষার চিত্রটি এখনও খুব সুখকর নয়। বিগত বছরগুলোতে দেশে স্কুল-কলেজের সংখ্যা বেড়েছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বেড়েছে। বহুসংখ্যক ছেলেমেয়ে প্রতিবছর স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বের হচ্ছে এগুলো যেমন সত্যি, ঠিক তেমনি সত্যি হচ্ছে, দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ আজও অক্ষরজ্ঞানহীন। অগণিত শিশু এখনও স্কুলে যায় না। যারা স্কুলে ভর্তি হয়, তাদেরও উল্লেখযোগ্য একটি অংশ মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন এলাকায় প্রাথমিক স্কুলগুলোয় নানারকম সমস্যা ও সঙ্কট-সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলিরই দীর্ঘকালের দৈনদশা। কোথাও জরাজীর্ণ ভবন, কোথাও শিক্ষকের অভাব, কোথাও চেয়ার-বেঞ্চিসহ শিক্ষা সরঞ্জামের অভাব। কোন কোন গ্রামে একটি স্কুলও নেই। দিনকয়েক আগে দৈনিক জনকণ্ঠে গ্রামের চিঠি কলামে জনৈক পত্রলেখক চিঠি লিখে তাঁর গ্রামে একটি নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর গাঁয়ে বয়স্ক লোকদের অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করার জন্যই তাঁর এই আবেদন। দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এই করুণ অবস্থার পিছনে রয়েছে যুগ যুগের চরম দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্য ঘোচাতেই বিভিন্ন সময়ে নেয়া হয়েছে বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং উদ্যোগ। এসবের লক্ষ্য দারিদ্র্য দূর করে দেশকে স্বাবলম্বী করতে হবে। দেশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত করতে হবে। কিন্তু দেশের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষার ব্যাপক প্রসার যে অপরিহার্য, সে কথাও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষা প্রয়োজন মানুষের আত্ম-উন্নয়নের জন্য, জাতীয় উন্নয়নের জন্য। উন্নত দেশগুলোতে এ যুগে শিশুরা কম্পিউটার নিয়ে খেলা করে। রোবট নিয়ে, মহাশূন্য অভিযানের বিষয় নিয়ে কল্পকাহিনী পড়ে, টিভিতে সে সবের ছবি দেখে। আর আজও আমাদের বহু ছেলেমেয়ের হাতে বর্ণপরিচয়ের একখানি বই, একখানি খাতা-পেন্সিলও নেই।

উন্নত দেশগুলো উন্নত হয়েছে শুধু টাকা-পয়সার জোরে নয়, তারা দেশে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের কাজ করেছে। মানুষকে শিক্ষিত করছে। আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য শিক্ষার আরও ব্যাপক বিস্তার ঘটাতে হবে, নিরক্ষরতা পুরোপুরি দূর করতে হবে। সেজন্য যেমন চাই আরও স্কুল, আরও কলেজ, চাই শিক্ষার আধুনিক উপকরণ-সরঞ্জাম, তেমনি উচ্চশিক্ষা অঙ্গনে হানাহানি, অস্ত্রের মহড়া বন্ধ করতে হবে, উচ্চশিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ শিক্ষার উপযুক্ত রাখতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করতে হবে। বন্ধ করতে হবে পরীক্ষায় নকলের মহোৎসব, না-পড়ে-পাস-করার স্বেচ্ছাচারিতা। নকল সব কেন্দ্রে হচ্ছে, এমন নয়। বহু কেন্দ্রেই নকল হয় না। অগণিত পরীক্ষার্থী খেটেখুটে পড়াশোনা করেই পরীক্ষা দিচ্ছে। কিন্তু এর বিপরীত চিত্রটি হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক নকল হচ্ছে। নকল করতে দেয়ার দাবি উঠছে। কোন কোন অভিভাবকও নকলে উৎসাহ দিচ্ছেন। দু'একজন শিক্ষকও এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন। পত্রপত্রিকার রিপোর্টে ভেসে উঠছে এই ছবি। ব্যাপারটি যেমন লজ্জাকর, তেমনি উদ্বেগজনকও। প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার করতে চাইলে, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সফল করতে চাইলে, এই পরিস্থিতির পরিবর্তন জরুরী। আমরা একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রস্তুতি সম্পর্কে বলি। একবিংশ শতাব্দীর আর তেমন বাকি কোথায়! এই একবিংশ শতাব্দী হবে প্রধানত শিক্ষাভিত্তিক, জ্ঞাননির্ভর। সেজন্যই আসন্ন এই শতাব্দীর মোকাবিলার ব্যাপারে যথাযথ প্রস্তুতির জন্য শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার নৈরাজ্যের অবসান একান্তই জরুরী।